দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 20 AUG 1997 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জটিলতার অবসান হোক

দীর্ঘ ৫৪ দিন ধরে কুষ্টিয়াস্থ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা চলছে। উপাচার্যের অপসারণের দাবিতে প্রধানত সরকারি দল সমর্থক ছাত্র সংগঠন আন্দোলন করছে। ছাত্রদলের আন্দোলনের ফলে উপাচার্য ক্যাম্পাসে যেতে পারছেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ক্লাসও হচ্ছে না। ছাত্রদের দাবি মেনে নিয়ে উপাচার্যকে অপসারণ করা হয়নি। অচলাবস্থারও অবসান হয়নি। গত রোববার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জোরপূর্বক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের চেষ্টা করেন। এক পর্যায়ে তার সমর্থনে বহিরাগত সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা বোমা ও ফাঁকা গুলি বর্ষণ করে।

সন্ত্রাসী 'গার্ড' পরিবেষ্টিত উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পর বিভিন্ন হল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক ছাত্র–জনতা তাদের ধাওয়া করে। উপাচার্যের নিজস্ব 'গার্ড'রা গুলিবর্ষণ করতে করতে পিছিয়ে আসে। উপাচার্য ছাত্রদের হাতে লাঞ্ছিত হন। পরবর্তীকালে তাকে গাড়িতে উঠিয়ে দেয়ার সময় ছাত্ররা তার কাছ থেকে পদত্যাগপত্র লিখিয়ে নেয় বলে সংবাদপত্রের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘটনার পর কুষ্টিয়া থানায় উপাচার্যের পক্ষ থেকে ছাত্রলীগ নেতাদের অভিযুক্ত করে এবং ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে উপাচার্যকে অভিযুক্ত করে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বিভিন্ন সূত্রের উল্লেখ করে সংবাদপত্রে যে সব রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ক্ষমতাসীন দলের সমর্থক ছাত্র সংগঠনটি উপাচার্যের অপসারণের দাবিতে অটল থাকায় দিনে দিনে পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তার চট্টগ্রামস্থ বাসা থেকে এক বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী নিয়ে প্রবেশের ঘটনা মিথ্যা। তিনি একাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করার পর শিবিরের কর্মীরা ছাত্রলীগের একাংশকে নিয়ে প্রশাসন ভবন আক্রমণ করে। পদত্যাগের খবরও তিনি অস্বীকার করেন।

অন্যদিকে শিক্ষক সমিতি বিবৃতি দিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থার জন্যে উপাচার্যের একগুঁয়েমি এবং সরকারের সিদ্ধান্তহীনতাকে দায়ী করেছেন।

আলোচনার মাধ্যমে জটিল পরিস্থিতির অবসান না ঘটিয়ে নিজের 'গার্ড' দিয়ে জোরপূর্বক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের চেষ্টা করে উপাচার্য যে পরিস্থিতি আরো জটিলতর করেছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সম্ভবত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যই সর্বপ্রথম নিজস্ব সশস্ত্র 'গার্ড' বাহিনী নিয়ে বল প্রয়োগ করে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের জটিল পরিস্থিতির অবসান করার চেষ্টা করেছেন। উপাচার্যের এই প্রচেষ্টা অবশ্যই নিন্দনীয়। আমরা আশা করছি অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবেন না। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সংকটের জন্য কোন্ পক্ষ বেশি দায়ী কোন্ পক্ষ কম দায়ী সেটা প্রধান বিষয় নয়, প্রধান ব্যাপার হচ্ছে সংকট নিরসন ও জটিলতার অবসান ঘটিয়ে অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়টি চালু করা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জটিলতা নিরসনের ব্যাপারে এতদিন যারা উদ্যোগহীন ও নিষ্ক্রিয় থেকে দায়িত্ব এড়িয়ে গেছেন ঘুম থেকে উঠে তাদেরকে এখন উদ্যোগী ও সক্রিয় হতে হবে। প্রয়োজনে কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় পৌঁছে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জটিলতা নিরসন করা হোক।